

দ্বিতীয় কলকাতা নার্সিং কনফারেন্স

প্রযুক্তি ও মানবিক সেবার মেলবন্ধন

নার্সিং শিক্ষা, অনুশীলন ও গবেষণায় নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রসারের বার্তা নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'দ্বিতীয় কলকাতা নার্সিং কনফারেন্স ২০২৬'। গত ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গের অধীনস্থ 'চন্দ্রকান্ত ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং অ্যান্ড হেলথ সায়েন্সেস' (CINHS)-এর উদ্যোগে এই দুই দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। 'কনসোর্শিয়াম অফ অ্যাক্রেডিটেড হেলথকেয়ার অর্গানাইজেশনস' (CAHO)-এর 'গ্লোবাল পেশেন্ট সেফটি নার্সেস ফোরাম' এই সম্মেলনে মূল জ্ঞান-সহযোগী (Knowledge Partner) হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্মেলনে নার্সিং পেশাজীবী, শিক্ষাবিদ, গবেষক, স্বাস্থ্যসেবা নেতৃবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীরা একত্রিত হয়ে নার্সিং ও স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রের বর্তমান প্রবণতা ও সর্বোত্তম কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে CINHS যাঁর নামে নামাঙ্কিত, সেই প্রয়াত ডাঃ চন্দ্রকান্ত পাতিলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। ২০০৮ সালে বিহারের ভয়াবহ বন্যায় পীড়িত মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা দিতে গিয়ে এক চিকিৎসা শিবিরে বজ্রপাতে তিনি প্রাণ হারান। লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদক ডাঃ পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় ডাঃ পাতিলের এই নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্ট ডাঃ অশোকানন্দ কোনার, লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য উপদেষ্টা ডাঃ অভিজিৎ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি হেলথ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাঃ কেডি মার্টিনি, CAHO-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট শঙ্কর সেনগুপ্ত, অর্গানাইজিং কমিটির চেয়ারপার্সন মাধবী দাস, পশ্চিমবঙ্গ নার্সিং কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার শ্রাবণী মন্ডল, হেলথকেয়ার গ্লোবাল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের এজিএম আব্দুল ধায়ান রাজাক এবং ডাঃ চন্দ্রকান্ত পাতিলের বাবা উমাকান্ত পাতিল, CINHS-এর ভাইস-প্রিন্সিপাল কেয়া দাস।

সম্মেলনের মূল বক্তব্য (Keynote Address) উপস্থাপন করেন ডাঃ কেডি মার্টিনি। 'নার্সিং শিক্ষা, অনুশীলন ও গবেষণায় উদ্ভাবন: স্বাস্থ্য সাক্ষরতার ওপর গুরুত্বারোপ' শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি জানান, আধুনিক নার্সিংয়ে কেবল প্রথাগত চিকিৎসায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, বরং প্রমাণ-ভিত্তিক চর্চা (evidence-based practice) প্রয়োগ করতে হবে। রোগীর চিকিৎসার চূড়ান্ত সফলতার ক্ষেত্রে 'স্বাস্থ্য সচেতনতা' মূল নির্ধারক। যোগাযোগের দূরত্ব দূর করে শিক্ষার মাধ্যমে রোগীদের নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ক্ষমতায়ন করাই বর্তমান সময়ে নার্সদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।



উদ্বোধনী অনুষ্ঠান: অভিজিৎ চৌধুরী, উমাকান্ত পাতিল, আব্দুল ধায়ান রাজাক, শ্রাবণী মন্ডল, কেডি মার্টিনি, শঙ্কর সেনগুপ্ত, অশোকানন্দ কোনার ও মাধবী দাস



ডা. চন্দ্রকান্ত পাতিলের বাবা উমাকান্ত পাতিল



কেডি মার্টিনি, ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র



সেশন -১ : আব্দুল ধায়ান রাজাক, অবন্তী গোপান, দীপা সরকার দে, মাধবী দাস, হেলেন পুইই, বৈশাখী সরকার



অভিজিৎ চৌধুরী, অশোকানন্দ কোনার, পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়



কেয়া দাস, বিষ্ণুপ্রিয়া বিশ্বাস, মাধবী দাস, স্মৃতি মাণি



সেশন - ২: উষসী ঘোষ, উন্মাদা বরগোহাঁই শইকিয়া, চন্দ্রিমা মাইতি, চৈতালী বিশ্বাস, অঙ্কিতা রায়, শ্রাবণী মাইতি



প্যানেল আলোচনা: অভিজিৎ চৌধুরী, সুকুমার মুখার্জি, শঙ্কর সেনগুপ্ত, অশোকানন্দ কোনার, দেবশঙ্কর হালদার। নিচে: সুব্রতা সরকার



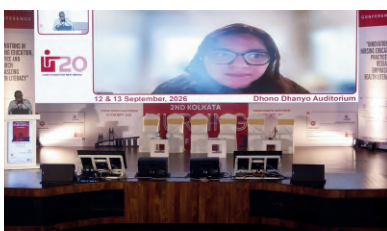
সঞ্চালক: অত্যাষা গোস্বামী ও সহেলী চট্টোপাধ্যায়



বিতর্ক: দোলি বিশ্বাস, জেসি সাজি ভার্গিস, ঈশিতা চন্দ, মহম্মদ রাফি সায়েদা; নিচে: অর্পিতা মণ্ডল



পোস্টার উপস্থাপনা ও পুরস্কার বিতরণী



সারা নাবিয়া
আমন্ত্রিত বক্তৃতা



আন্দ্রেয়া এস. প্ল্যাট
মূল বক্তৃতা

দু'দিনব্যাপী এই সম্মেলনে প্রযুক্তি, গবেষণা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মেলবন্ধনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে মোট চারটি অধিবেশন আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম অধিবেশনে নার্সিং শিক্ষায় স্বাস্থ্য-সাক্ষরতা অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং ডিজিটাল যুগে নিরাপদ ও কার্যকর স্বাস্থ্যসেবায় নার্সের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনের আলোচনায় সরাসরি রোগীর কাছে যাওয়ার আগে কৃত্রিম মডেল বা সিমুলেশন (Simulation)-ভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে কীভাবে নার্সদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ানো যায়, তা তুলে ধরা হয়। তৃতীয় অধিবেশনে গবেষণালব্ধ তথ্যকে কেবল কাগজে না রেখে সরাসরি ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে রূপান্তর করার ওপর জোর দেন বক্তারা। চতুর্থ অধিবেশনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ক্লিনিক্যাল ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম (CDSS) এবং পরিবর্তিত স্বাস্থ্যখাতে সহনশীল নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ডাঃ অভিজিৎ চৌধুরীর সঞ্চালনায় 'নার্সিং শিক্ষা ও গবেষণার ভবিষ্যত' শীর্ষক আলোচনা চক্রে ডাঃ সুকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ অশোকানন্দ কোনার, শঙ্কর সেনগুপ্ত, ডঃ সুব্রতা সরকার এবং বিশিষ্ট অভিনেতা দেবশঙ্কর হালদার অংশ নেন। এই আলোচনায় কেবলমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন নয়, সেই গতি পেরিয়ে বাস্তবে তার প্রভাব কতটা পড়ল সেই দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন বলেই বক্তারা মত প্রকাশ করেন। নতুন উদ্ভাবনের দিকেও যাতে দৃষ্টি থাকে, সে বিষয়েও বক্তারা গুরুত্ব দেন। সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিতর্ক সভা। বিষয় 'এআই-চালিত সিমুলেশন ও প্রযুক্তি কি নার্সদের প্রথাগত হাতে-কলমে শেখার বিকল্প হতে পারে?' বিতর্কে একদিকে প্রযুক্তির গতি ও নিখুঁত দক্ষতার কথা উঠে আসে, অন্যদিকে জোর দেওয়া হয় সরাসরি রোগীর স্পর্শ, সমবেদনা এবং প্রথাগত নার্সিং সেবার অপরিমিত প্রয়োজনের উপর।

আয়োজন করা হয়েছিল পোস্টার প্রদর্শনীরও। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নার্সিং শিক্ষার্থী ও গবেষকরা তাঁদের উদ্ভাবনী প্রকল্প উপস্থাপন করেন। সেরা পোস্টার প্রদর্শনকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকার ভূমিকায় ছিলেন অত্যাষা গোস্বামী এবং সহেলী চট্টোপাধ্যায়। ২০২৪ সালের প্রথম কলকাতা নার্সিং কনফারেন্সের মতোই এই বছরে দ্বিতীয় কলকাতা নার্সিং কনফারেন্সও সফলভাবে সম্পন্ন হল।



সেশন - ৪: সুপা গুহ, মৌমিতা ভট্টাচার্য, কেয়া দাস, পারুল দত্ত, শকুন্তলা কার্তাম, মানসী ভাস্কর

চতুর্থ দিলীপ মহলানবিশ বক্তৃতা

মাতৃছায়াই প্রাকৃতিক ইনকিউবেটর



সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়
Documentation Officer, LFWB

সহজলভ্য ও জনকল্যাণমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান - ডা. দিলীপ মহলানবিশের কাজের এই দর্শনকে সামনে রেখেই লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গ প্রতি বছর আয়োজন করে দিলীপ মহলানবিশ স্মারক বক্তৃতা। এ বছর ১৩ সেপ্টেম্বর ধনধান্য অডিটোরিয়ামে চতুর্থ স্মারক বক্তৃতা দেন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর অধিকর্তা ডা. রাজীব বহেল। অনুষ্ঠানের সূচনাপর্বে বক্তব্য রাখেন লিভার ফাউন্ডেশন এর সভাপতি ডা. অশোকানন্দ কোনার। ডা. বহেলকে শ্রোতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে কলকাতার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ ইন ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনস-এর বর্তমান পরিচালক অধ্যাপক শান্ত সবুজ দাস, বহেল-এর কর্মজীবন, গবেষণাক্ষেত্র এবং তাঁর উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলির কথা তুলে ধরেন। ডা. বহেল তাঁর বক্তৃতার প্রথমেই জানান, মহলানবিশের কাজের মূল শক্তি ছিল, জটিল সমস্যাকে সহজভাবে দেখা এবং গবেষণার ফলকে মানুষের জীবনে প্রয়োগ করা। এই প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশের শরণার্থী সঙ্কটে সীমিত পরিকাঠামোর মধ্যেও ডাঃ মহলানবিশের সহজে তৈরি ওআরএস দিয়ে অসংখ্য জীবন বাঁচানোর কথা উল্লেখ করেন।



বক্তা - ডা. রাজীব বহেল

এই দর্শনের আরেকটি উদাহরণ পুরুলিয়ার অসুস্থ নবজাতক পরিচর্যা কেন্দ্র। ডা. অরুণ সিং ও মহলানবিশের সংস্থা সোসাইটি ফর অ্যাপ্লায়েড স্টাডিজের উদ্যোগে তৈরি এই ইউনিট দেখিয়েছিল, নবজাতকের চিকিৎসায় সবসময় ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি বা বড় ‘নিকু’-র প্রয়োজন হয় না। মৌলিক পরিষেবার মাধ্যমেও ছোট হাসপাতালগুলিতে জীবন বাঁচানো সম্ভব। এই মডেলের কার্যকারিতা যাচাইয়ের গবেষণায় নেতৃত্ব দেন ডা. বহেল। পরে ইউনিসেফের উদ্যোগ ও সহায়তায় বিভিন্ন রাজ্যে ৮টি বিশেষ নবজাতক পরিচর্যা ইউনিট বা এসএনসিইউ তৈরি হয়। বর্তমানে ভারতে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,০৫৪টি।



আধুনিক ইনকিউবেটরের ধারণা এসেছিল কৃত্রিম উষ্ণতায় ডিম ফোটানোর পদ্ধতি থেকে। কিন্তু অসুস্থ নবজাতককে কি সবসময় মায়ের কাছ থেকে আলাদা রাখতে হবে? এই প্রশ্ন থেকেই গুরুত্ব পায় ক্যান্সার মাদার কেয়ার (কেএমসি)। মায়ের ত্বকের সরাসরি সংস্পর্শ শিশুর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, স্তন্যদুগ্ধের জোগান বাড়ায় এবং সংক্রমণসহ কিছু ঝুঁকি কমাতে পারে। অপরিণত শিশু সরাসরি স্তন্যপান করতে না পারলেও মায়ের দুধ টিউবের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ, মায়ের শরীরই হয়ে উঠতে পারে শিশুর ‘প্রাকৃতিক ইনকিউবেটর’। কেএমসি-র সঙ্গে মহলানবিশের দর্শনের মিল এখানেই-বিজ্ঞান ও প্রমাণের ভিত্তিতে স্থানীয় বাস্তবতা ও সক্ষমতার মধ্যে সহজ, কার্যকর সমাধান খুঁজে নেওয়া। ২০১৫ সালে ডা. রাজীব বহেল ও তাঁর সহকর্মীরা দেখান, কেএমসি-র পথে বড় বাধা মায়ের অনীহা নয়, বরং হাসপাতালের পরিকাঠামো এবং প্রচলিত চিকিৎসা-ধারণা।

এই বাস্তবতা থেকেই উঠে আসে ‘Zero Separation’-এর ধারণা-মা ও শিশুর অবিচ্ছিন্ন সান্নিধ্য। তারই পরবর্তী ধাপ মাদার নিউবর্ন ইনটেসিভ কেয়ার ইউনিট বা এমএনআইসিইউ, যেখানে নবজাতকের চিকিৎসার পাশাপাশি মায়ের থাকা, খাবার ও বিশ্রামের ব্যবস্থাও থাকবে। গবেষণায় এই মডেলে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ নবজাতকদের মৃত্যুহার প্রায় ২৫ শতাংশ কমার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ওআরএস থেকে মা ও নবজাতক পরিচর্যা-ডা. বহেলের বক্তৃতায় মহলানবিশের কাজের দর্শনের ধারাটি স্পষ্ট: বিজ্ঞানের লক্ষ্য শুধু নতুন কিছু আবিষ্কার নয়, সেই জ্ঞানকে মানুষের জীবনে কার্যকর করে তোলা। লিভার ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা অভিজিৎ চৌধুরীর কথায়, “আমরা এমন সহজ বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি, যা সর্বাধিক মানুষের উপকারে আসে।” আর এখানেই এই স্মারক বক্তৃতা আয়োজনের প্রাসঙ্গিকতা।

ঋত্বিক যাপন দশম পর্ব: স্মৃতি আর সুরের মেলবন্ধন



ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে লিভার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে চলছে বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানমালা ‘ঋত্বিক যাপন’। ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে শুরু হওয়া এই আয়োজনে ঋত্বিকের চলচ্চিত্রের পাশাপাশি তাঁর সঙ্গীতভাবনা, নাটক, সাহিত্য এবং সৃষ্টির নানা দিক নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় অনুষ্ঠিত হল ‘ঋত্বিক যাপন’-এর দশম পর্ব। এবারের বিষয় ছিল ঋত্বিকের চলচ্চিত্রে সংগীতের ব্যবহার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লিভার ফাউন্ডেশনের সম্পাদক ডঃ পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কন্যা সুস্মিতা মৈত্র রায়চৌধুরী এবং লোকগায়ক রণেন রায়চৌধুরীর কন্যা সঞ্চিতা রায়চৌধুরী। ডঃ মুখোপাধ্যায় বলেন, “ঋত্বিকের সংগীতভাবনার মূল কথা ছিল ‘বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য’। রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকগান, গণসঙ্গীত থেকে ধ্রুপদী সঙ্গীত —বিভিন্ন ধরনের সুরকে তিনি ছবির গল্প ও আবেগের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়েছিলেন যে সঙ্গীত নিজেই হয়ে উঠেছিল তাঁর চলচ্চিত্রের ভাষার অংশ।” জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, যিনি ‘বটুকদা’ নামে অধিক পরিচিত, তিনি ছিলেন সুরকার, গীতিকার, গায়ক ও গণসঙ্গীতের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী।

আইপিটিএ -র সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর ‘নবজীবনের গান’ বিশেষভাবে পরিচিত হয়। ঋত্বিকের ‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘কোমল গান্ধার’ এবং ‘আমার লেনিন’-এর সঙ্গে তাঁর সঙ্গীতের গুরুত্বপূর্ণ যোগ ছিল। সঞ্চিতা মৈত্র রায়চৌধুরী তাঁর বাবার সঙ্গে ঋত্বিকের গভীর সম্পর্কের কথা বলেন। ‘মেঘে ঢাকা তারা’-য় দেশভাগের যন্ত্রণা, উদ্বাস্ত জীবনের কষ্ট এবং পরিবার ও শিকড় হারানোর বেদনা সঙ্গীতের সঙ্গে মিশে এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। ‘যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে’ গানটির শেষে চাবুকের শব্দ যেন সেই যন্ত্রণাকে আরও তীব্র করে তোলে। ‘কোমল গান্ধার’-এ ‘নবজীবনের গান’-এর পাশাপাশি ‘আকাশ ভরা সূর্য তারা’ গানটিও দৃশ্য ও প্রকৃতির সঙ্গে গভীরভাবে মিশে যায়। ছবিটির সংগীত পরিচালনায় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের ভূমিকা নথিভুক্ত রয়েছে। এর পর সঞ্চিতা রায়চৌধুরী তাঁর বাবা রণেন রায়চৌধুরীর কথা বলেন। রণেন ছিলেন শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীতের সাধক ও গবেষক; তাঁর গানের মধ্যে ছিল মাটি, নদী, মানুষ এবং শিকড়ের গভীর টান। ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল বিশেষ। ঋত্বিকের বহু ছবিতে, বিশেষ করে লোকগান ও বিচ্ছেদধর্মী গানের ব্যবহারে রণেনের কণ্ঠ এক স্বতন্ত্র আবহ তৈরি করেছে। গবেষণামূলক সূত্রেও ঋত্বিকের চলচ্চিত্রে রণেন রায়চৌধুরীর কণ্ঠে শ্রীহট্টের লোকগান, মারফতি ও বিচ্ছেদগানের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সঞ্চিতা জানান, রণেন ছিলেন মূলত একজন সাধক। প্রচলিত মঞ্চে বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে গান গাওয়ার মানুষ তিনি ছিলেন না। তাঁর কণ্ঠের স্বাভাবিকতা এবং মাটির কাছাকাছি ভাষাই ঋত্বিককে আকৃষ্ট করেছিল। অনুষ্ঠানে সঞ্চিতা তাঁর বাবার গাওয়া গান, দুর্বিন শাহের ‘নামাজ আমার হইলো না আদায়’, শ্রীহট্টের ফকিরি গান ‘মুরশিদ কই আইলাম হো’, একটি বিদায়গান এবং ‘কোমল গান্ধার’-এ ব্যবহৃত লোকগান পরিবেশন করেন। তাঁর গানে যেন ফিরে আসে এক হারিয়ে যাওয়া ভূগোল, দেশভাগের স্মৃতি এবং মানুষের গভীর অন্তর্গত বেদনা।

এর পর বক্তব্য রাখেন ডঃ অভিজিৎ চৌধুরী। সঞ্চিতা রায়চৌধুরীর গানে যে ‘প্রাণবন্ধু’-র সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁর মতে ‘ঋত্বিক যাপন’-এর উদ্দেশ্যও সেই প্রাণের মানুষদের খুঁজে বের করা। শুধু চলচ্চিত্র উৎসবের লাল কার্পেটে হেঁটে গেলেই ঋত্বিককে জানা সম্পূর্ণ হয় না, তাঁর শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষ, তাঁদের স্মৃতি, গান ও সৃষ্টিকে খুঁজে দেখাও জরুরি। এই ভাবনা থেকেই লিভার ফাউন্ডেশন ভবিষ্যতে একটি ‘বিশ্ববিদ্যালয়’ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে। আগামী ৪ ডিসেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ঋত্বিক ঘটকের বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানে সঞ্চিতা রায়চৌধুরীকে উপস্থিত থেকে একইভাবে প্রাণ খুলে গান শোনানোর অনুরোধও জানান তিনি। শেষে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট লেখক সুব্রত সরকার। তিনি বলেন, তিনি নিজেকে ‘বিশিষ্ট ব্যক্তি’ বলে মনে করেন না, কিন্তু ঋত্বিক ঘটকের পরিবারের সঙ্গে, বিশেষত তাঁর কন্যা সংহিতা ঘটকের সঙ্গে ২০১৭ সালে তাঁর প্রয়াণের আগে পর্যন্ত তাঁর গভীর যোগাযোগ ছিল। সেই সূত্রে ঋত্বিককে ঘিরে বহু স্মৃতি ও অজানা কথার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল।



যে বীণাপাণি রায়চৌধুরীর কথা অনুষ্ঠানে উঠে এসেছিল, তাঁর বাড়িতেও সংহিতা ঘটকের সঙ্গে বহুবার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। ফলে ‘ঋত্বিক যাপন’-এর এই দশম পর্ব শেষ পর্যন্ত শুধু চলচ্চিত্রের সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকেনি; গান, স্মৃতি, শিল্পী এবং মানুষের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ঋত্বিক ঘটককে নতুন করে ফিরে দেখার এক আন্তরিক আয়োজন হয়ে উঠেছে।

Dr. Naresh SanmugamPediatric Transplant Specialist
Rela Institute, Chennai**PEDIATRIC TRANSPLANT
FOLLOW UP &
COUNSELLING
CENTRE**for Pediatric transplant recipients & their families
Follow up, care, counselling & Guidance**TOGETHER FOR
BETTER LIVER CARE****Guru Tegh Bahadur Hospital**Operated by THE INDIAN INSTITUTE OF LIVER & DIGESTIVE SCIENCES
UNIT OF LIVER FOUNDATION, WEST BENGAL
11 D L Khan Rd, Alipore, Kol-27

CONTACT US

9051180112/ 033 22239020

Friday, September 25 10am - 4.00pm

**শিশুর লিভার প্রতিস্থাপন-পরবর্তী
ফলো-আপ ও কাউন্সেলিং কেন্দ্র**

লিভার প্রতিস্থাপনের পর শিশুর দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যায় নিয়মিত চিকিৎসা-পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওষুধ, নিয়মিত ফলো-আপ, সংক্রমণ প্রতিরোধ, পুষ্টি এবং শিশুর স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা-প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিবারের সচেতন ভূমিকা প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনকে সামনে রেখেই লিভার ফাউন্ডেশন পশ্চিমবঙ্গ এবং চেন্নাইয়ের রেলা ইনস্টিটিউট-এর যৌথ উদ্যোগে ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হল শিশুর লিভার প্রতিস্থাপন - পরবর্তী ফলো-আপ ও কাউন্সেলিং কেন্দ্র। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিভার অ্যান্ড ডায়জেস্টিভ সায়েন্সেস পরিচালিত গুরু তেগ বাহাদুর হাসপাতালে। প্রতি মাসের ২৫ তারিখ, সকাল ১০ টা থেকে এই পরিষেবা পাওয়া যাবে।

**উপাসনা কর্মকার**

OPERATION DEPARTMENT, OPD, IILDS

ফুলে ফুলে ঘোরে মন, ভ্রমরের মতো সারা ক্ষণ

IILDS Supports Sonarpur Arohi



On 24 August, our hospital, IILDS Sonarpur, extended its best wishes and support by providing essential and life-saving medicines to the 15-member Sonarpur Arohi expedition team at the Phangisile Mtshali Auditorium, ahead of their month-long expedition to the Chang Chenmo region of Ladakh. The team aims to make the first ascent of Chang Chenmo Kangri (6,536 m) and explore other unclimbed peaks. They will also support students of Fobrang School with educational and sports supplies. Satyarup Siddhanta, Dipashree Pal, and Naitik Naskar represented the expedition team at the event.



ছবিঃ শুভদীপ নিয়োগী
Sr. Biochemist, Dept of Laboratory Medicine, IILDS



Bio bank Assistant Shinjini Chandra, representing JCMLRI, earned second place for her poster presentation at the 2nd Biobanking Workshop & Symposium 2026, hosted by the Prashanti Cancer Care Mission (PCCM) in Pune. Her award-winning poster featured the 'Strategic Pipeline for the Development of a Gastrointestinal and Hepato-Pancreato-Biliary Biobank for Basic and Translational Research at JCMLRI'.